খ) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য:

ক্র. নং	মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমে অগ্রগতি (%)	উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে?	বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে কিনা? তার তারিখ	সারা দেশের উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন, ই-মেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	বর্ষপঞ্জী প্রণয়ন	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের অনুষ্ঠান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনে অনেক সময় দ্বৈততা বা জটিলতার সৃষ্ট হয়। উক্ত জটিলতা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা যাতে শিক্ষা সম্পর্কিত সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহ একযোগে যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে পারে সেজন্য বর্ষপঞ্জী প্রনয়ন করা হয়। উক্ত বর্ষপঞ্জী শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা সম্পর্কিত সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহ সফলতার সাথে একযোগ প্রতিপালিত হচ্ছে।	বর্ষপঞ্জী প্রণয়নের ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা শিক্ষা সম্পর্কিত সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহ একযোগে যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে পারছে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	১০০%	৫০,০০০/-	হয়নি	হ্যাঁ	জনাব লুৎফুন নাহার সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: ৯৫৪৬১৫৮ ই-মেইল:apashed17@gmail.com
০২		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি অনুমোদন সহজীকরণ।	বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে কমিটি অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন লিখে বোর্ডে উপস্থিত হয়ে জমা প্রদান করতে হয়। অত:পর অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়া এবং অর্ডার সংগ্রহের জন্য বোর্ডে কয়েকবার আসতে হয়। ফলে সময়ের অপচয় ও অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ প্রতিষ্ঠানে বসেই শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি স্ক্যান করে সেভ করবে। অনলাইনে আবেদন প্রাপ্তির পর শিক্ষা বোর্ড ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে কমিটি অনুমোদন করলে অনলাইনে কমিটি অনুমোদনের অর্ডার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ডাউনলোড করতে পারবে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোন সময় তাদের কাজের অগ্রগতি জানতে পারবে এবং এজন্য শিক্ষা বোর্ডে আসার প্রয়োজন হবে না।	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ও দিনাজপুর।	৬০%	৭,৫০,০০০/-	হয়নি	হ্যাঁ	

ক্র. নং	মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমে অগ্রগতি (%)	উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে?	বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে কিনা? তার তারিখ	সারা দেশের উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন, ই-মেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	নাম ও বয়স সংশোধন সহজীকরণ	শিক্ষা বোর্ডে উপস্থিত হয়ে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হয়। অত:পর ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন বোর্ডে জমা দিতে হয়। আবেদনের অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়া এবং সংশোধন কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য একাধিকবার বোর্ডে আসতে হয়। ফলে সময়ের অপচয় ও অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।	বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকে অনলাইনে যে কোন জায়গা থেকে আবেদন প্রেরণ করা যাবে। শুধুমাত্র প্রয়োজনে মাত্র একবার সংশোধন কমিটির (নাম/বয়স) সভায় হাজির হওয়ার জন্য আসতে হবে। অত:পর বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে নাম/বয়স সংশোধন অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাও দিনাজপুর।	৬৫%	১,৫০,০০০/-	হয়নি	হ্যাঁ	জনাব লুৎফুন নাহার সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: ৯৫৪৬১৫৮ ই-মেইল:apashed17 @gmail.com
০৪		ছাড়পত্র সহজীকরণ	শিক্ষার্থীকে উভয় কলেজে উপস্থিত হয়ে ছাড়পত্র এর আবেদন ফরমে অধ্যক্ষকের স্বাক্ষর গ্রহণ ও বোর্ডে জমা প্রদান করতে হয়। অত:পর ছাড়পত্র অর্ডার নিতে বোর্ডে আসতে হয়। ফলে সময় অপচয় ও অর্থ ব্যয় বেড়ে যায়।	বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকে অনলাইনে যে কোন জায়গা থেকে আবেদন প্রেরণ করা যাবে। অত:পর বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ছাড়পত্র অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, বরিশাল ও দিনাজপুর।	৯০%	১,৫০,০০০/-	হয়নি	হ্যাঁ	
০৫		সমবায় ভিত্তিতে ল্যাপটপ ক্রয়	মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের অন্যতম উপকরণ ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে আকর্ষনীয় ও আনন্দময় পাঠদান সফল করার জন্য ল্যাপটপের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বল্পবেতনের শিক্ষকগণের পক্ষে একবারে ৩৫/৪০ হাজার টাকা দিয়ে ল্যাপটপ ক্রয়/সংগ্রহ করা কঠিন কাজ। একজন শিক্ষক প্রতিমাসে ৩/৪ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করলে ১০/১২ জন শিক্ষক প্রতিমাসে ৩০/৪০ হাজার টাকা সহজে একত্রিত করতে পারে। প্রত্যেকের টাকা একত্রিত করে ১টি ল্যাপটপ একমাসে ক্রয় করা যেতে পারে ও লটারীর মাধ্যমে একজনকে প্রদান করা হবে। সকল শিক্ষক ল্যাপটপ না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।	শ্রেণিকক্ষে পাঠদান আনন্দময় ও আকর্ষনীয় হবে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে আগ্রহী হবে। শিক্ষার্থীরা কোচিংমুখী হবে না।	পরিচালকের কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।	৭৫%	আলাদা কোন অর্থের প্রয়োজন নেই।	হয়নি	হ্যাঁ	

- **২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের শ্রেষ্ঠ ইনোভেশন: নাম ও বয়স সংশোধন সহজীকরণ।**

ক্র. নং	মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রম অগ্রগতি (%)	উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে?	বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে তারিখ	সারা দেশের উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন, ই-মেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সহজীকরণ	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম ম্যানেজিং কমিটি/গভর্ণিং বডির উপর ন্যস্ত ছিল। এতে আর্থিক দুর্নীতিসহ নানা রকম অনিয়ম ও অভিযোগ পাওয়া যেত। এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল বেসরকারি শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সহজীকরণ যাতে শিক্ষকগণ তাদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পেতে পারেন। বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ সহজীকরণের জন্য এনটিআরসিএ কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।	বর্তমানে এনটিআরসিএ নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রণয়ন করে। তার পূর্বে মাঠপর্যায় থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শূন্য পদের তালিকা সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে মেধার ভিত্তিতে উক্ত শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এতে করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন মেধাবী শিক্ষক পাচ্ছে অন্যদিকে নিয়োগ নিয়ে যে অভিযোগ সেগুলো হ্রাস পেয়েছে।	এনটিআরসিএ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।	১০০%	নিয়োগ কার্যক্রমকে সহজীকরণের লক্ষে টেলিটকের সাথে এনটিআরসিএ চুক্তিভুক্ত হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধীকরণের জন্য টেলিটককে প্রতিষ্ঠান প্রতি ১০০/- টাকা ফি প্রদান করতে হয়, যার মধ্যে টেলিটক ৫৫% এবং এনটিআরসিএ ৪৫% হারে পায়। মুলত এই ব্যবস্থায় এনটিআরসিএ-এর আর্থিক ব্যয়ের কোন সংশ্লেষ নেই বরং এতে প্রতিষ্ঠানের আয় হয়েছে।	হয়নি	হ্যাঁ	জনাব লুৎফুন নাহার সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: ৯৫৪৬১৫৮ ই-মেইল:apashed17@gmail.com

- **২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের শ্রেষ্ঠ ইনোভেশন: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সহজীকরণ।**

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্যঃ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রম অগ্রগতি (%)	উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে?	বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে তারিখ	সারা দেশের উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন, ই-মেইল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার	শিক্ষার্থীদের পাঠদান আনন্দময় ও আকর্ষনীয় করার জন্য শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার অপরিহার্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার কার্যক্রম শুরু করা হয়।	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান ব্যবস্থার সাথে পরিচিত করার লক্ষে শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	১০০%	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন' শীর্ষক প্রকল্প হতে উক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।	হয়নি	হ্যাঁ	জনাব লুৎফুন নাহার সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: ৯৫৪৬১৫৮ ই-মেইল: apashed17@gmail.com
০২		অনলাইন এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা মনিটরিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পর একজন শিক্ষককে এমপিও পেতে অনেক ভোগান্তির স্বীকার হতে হতো। প্রথমে তাকে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে সেগুলো জেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা প্রদান করতে হতো। পরবর্তীতে এমপিও প্রাপ্তির জন্য বারবার তাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে আসতে হতো। এরফলে একদিকে যেমন অর্থের অপচয় হতো অন্যদিকে ভোগান্তির কোন সীমা ছিল না। অনলাইন এমপিও চালুর ফলে একজন শিক্ষককে নিয়োগের পর ঘরে বসেই অনলাইনে এমপিওর আবেদন জমা দিতে পারে এবং আবেদনের অগ্রগতিও দেখতে পারে।	এমপিও কার্যক্রম সহজতর ও শিক্ষকদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে অনলাইন এমপিও প্রবর্তন করা হয়। একই সাথে মনিটরিং কার্যক্রমও শক্তিশালী করা হয়েছে। এর সুফল হিসেবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এখন ঘরে বসেই এমপিও আবেদন করতে পারছে এবং কোন প্রকার কষ্ট ব্যতীত এমপিওভুক্ত হচ্ছে।		১০০%	২০,০০,০০০/-	হয়নি	হ্যাঁ	